উদারনীতিবাদের আলোকে পেশাগত পরিচিতির সংকটঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা।

রিপন বিশ্বাস

পিএইচ. ডি. গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

যে কোন কল্যাণকর রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র নানা রকম প্রকল্প এবং কর্মসূচি হাতে নেয় এবং সেই অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের কারণে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে, তাতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের সেই উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত না হওয়ার কারণে উদারনীতিবাদের উদ্ভব।

উদারনীতিবাদ মোটাদাগে তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা-

প্রথমটি হল সাবেকী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism), **দ্বিতীয়টি** হল আধুনিক উদারনীতিবাদ (Modern Liberalism) এবং **তৃতীয়টি** হল নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-liberalism)।

উদারনীতিবাদ যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে অবস্থিত সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে একটি বিশেষ সংকট দেখা দেয় এবং তা হল **পেশাগত পরিচিতির সংকট**। দর্শনে, সমাজবিদ্যায়, রাষ্ট্রদর্শনে এমনকি মনোবিজ্ঞানেও পরিচিতি (Identity) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এই শব্দটি একটি ছাতার মতো। সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন- রাজনৈতিক পরিচিতি, ধর্মীয় পরিচিতি, অর্থনৈতিক পরিচিতি ইত্যাদি। ঠিক এই রকমই আর একটি পরিচিতি হল **পেশাগত পরিচিতি**। পেশাগত পরিচিতি বলতে সমাজে অবস্থিত কোন শ্রেণীর নিজস্ব পেশার ভিত্তিতে যে

পরিচয় গড়ে ওঠে বা নির্দেশিত হয়। এই পেশার ভিত্তিতে তার সামাজিক মান-মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

গবেষণামূলক প্রশ্ন-

১) পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূল কারণ কী?

২) পেশাগত পরিচিতি রক্ষা করার কোনো উপায় আদৌও আছে কী?

৩) পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূলে উদারনীতিবাদীতত্ত্ব- এই পূর্বস্বীকৃতি কতটা গ্রহণযোগ্য?

এখন দেখা যাক্ বিভিন্ন উদারনীতিবাদে পেশাগত পরিচিতির সংকট কিভাবে আসে। **সাবেকী উদারনীতিবাদে** (Classical Liberalism) মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সমর্থন করে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের উদ্ভাবনের কথা বলা হয়। সাবেকী উদারনীতিবাদর প্রবক্তা হলেন জন লক, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ। যদি আমরা সাবেকি উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা একটি বিশেষ ভিত্তি এবং এই বৈশিষ্ট্যটি যদি থাকে তাহলে তা থেকে নিঃসৃত হবে পুঁজিবাদ। আর পুঁজিবাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পেশাগত পরিচিতির সংকট।

আধুনিক উদারনীতিবাদী (Modern Liberalism) দার্শনিকগণ হলেন টি. এইচ. গ্রীন, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমূখ। এঁদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এর ধারণার সাথে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার সংমিশ্রণে আধুনিক উদারনীতিবাদের জন্ম। আধুনিক উদারনীতিবাদে ব্যক্তিবর্গের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইতিবাচক অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আধুনিক উদারনীতিবাদে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার কারণে পুঁজিবাদ নিঃসৃত হবে আর পুঁজিবাদ নিঃসৃত হলে পেশাগত পরিচিতির সংকট দেখা দেবে।

অন্যদিকে নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-liberalism) এর সমর্থক হলেন ফ্রেডরিক হায়েক, রবার্ট নোজিক, জন রলস্ অমর্ত্য সেন প্রমূখ। নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য হল, উন্মুক্ত বাজার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। তাই এক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাজার হওয়ার কারণে পেশাগত পরিচিতির সংকট দেখা দেবে আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যটি থাকার কারণেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পেশাগত পরিচিতির সংকট।

ধন্যবাদ